রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রোপ্রেনিয়রশিপ এ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর জন্য

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক)

সারসংক্ষেপ

রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রোপ্রেনিয়রশিপ এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রকল্পটি (RELIP) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ঝউঋ) নামক একটি স্বায়ত্তশাসিত অলাভজনক ট্রাস্টের নতুন জীবন লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (NJLIP)চ প্রকল্পের ফলোআপ কর্মসুচি হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। জউখওচ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র এবং হতদরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং জীবনজীবিকার উন্নয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রকল্পের এলাকাগুলোতে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান দ্বারা তাদের এবং এর মাধ্যমে ৭৫০০০ প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে যাওয়া, যাদের শতকরা ৯০ ভাগ নারী।

এই প্রকল্পটি ২০টি জেলার ৩২০০ গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং বিভিন্ন সহায়তার পাশাপাশি চলমান কভিড মহামারীতে যারা দারিদ্র্যতায় পর্যবসিত হয়েছেন ,তাদেরকে এককালীন অতিরিক্ত অর্থ অনুদান করা হবে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে একটি অংশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীরদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে । যেসব এলাকায় এইসকল জনগোষ্ঠীর বসবাস, সেসব এলাকার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ডেভলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (SEVDCF) অনুসরণ করবে। এই ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণের মুল লক্ষ্য হচ্ছে এই জনগোষ্ঠীর ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রথার উপর প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাবকে নিরসন করা। অন্যভাবে বলা যায়, এই প্রকল্পটি কোনভাবেই তাদের নিজস্ব প্রথাগত মুল্যবোধের ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

সংক্ষেপে, এই প্রকল্পটি নিম্নোলিখিত জরুরী চাহিদাগুলো নিয়ে কাজ করবেঃ

(১) বিপন্ন গ্রামীণ পরিবারগুলোর জীবনজীবিকার উপর সংকটের অভিঘাত মোকাবেলায় সাড়া প্রদান করা এবং ক্ষয়ক্ষতি পুরণ করে ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি নির্মাণ (resilience building) করা;

(২) আয়মুলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলোকে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সহায়তা করা;

(৩) NJLIP'র যেসব উপকারভোগীর প্রাক-সংকট সময়ে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ ঘটেছিল এবং সংকটের কারণে যারা আবারো দরিদ্রাবস্থায় নিপতিত হয়েছেন তাদের সহায়তা করা; এবং

(৪) গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সৃজনের মাধ্যমে কোভিড-১৯জনিত সংকট-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের ৪টি কম্পোনেন্ট / উপাদান রয়েছেঃ

১। কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানসমুহ এবং জীবনজীবিকা উন্নয়ন

২। ব্যবসা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

৩। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ ও শিখন

৪। আকস্মিক জরুরী সাড়াপ্রদান (CERC)

SEVDCF তৈরি করার পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করা। নতুন জীবন লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প চলাকালীন সময়ে, যাদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয়, সংখ্যা ও এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল RELIP প্রকল্পটি তাদেরকেই স্টেকহোল্ডার হিসেবে গণ্য করবে এবং প্রকল্পে সংযুক্ত করবে। নিম্নে উল্লেখিত এনেক্স ২ তে এই স্টেকহোল্ডারদের নাম অ পরিচয় দেওয়া আছে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এনভায়রমেন্টাল এবং সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড (ইএসএস) ৭ অনুসারে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং লোকাল কমিউনিটির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে মানবাধিকার, মর্যাদা, পরিচয়, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি এই প্রস্তাবনাতে এইসকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কিংবা ঐতিহাসিকভাবে সাব সাহারান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপরে প্রকল্পের বিরুপ প্রতিক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ পরিহার না করা সম্ভব হলেও বিরুপ প্রভাব কমিয়ে আনতে হবে অথবা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এই প্রস্তাবনাকে মাথায় রেখে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের নিমিত্তে "স্মল এথনিক এন্ড ভারনারেবল কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (এসইভিসিডিএফ)" পদ্ধতিটি তৈরি করা হয়েছে।

যেসব জেলায় মোট জনসংখ্যার ৫% এর অধিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস, সেসব জেলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এর ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমুহের মানবাধিকার, মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এনজিও, সিভিল সোসাইটির প্রচলিত নেতৃত্বের ধারনার এবং জেন্ডার ইস্যুসমূহের সংগে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যকার ঐতিহ্যকে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এবং এইসকল জনগোষ্ঠীর উপর প্রকল্পের প্রভাবকে বিবেচনা করে "স্মল এথনিক এন্ড ভারনারেবল কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (এসইভিসিডিএফ)" পদ্ধতিটি প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের জাতিগত এবং জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ঠ্য, প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমনঃ পরিবার, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, সামাজিক অপসংস্কার প্রভৃতি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পাশাপাশি এই সকল জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং প্রজেক্টের তথ্যের ক্ষেত্রে ও প্রশমন পরিকল্পনার চুক্তি অর্জন করতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিত পূর্ব বিদ্যমান আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সম্প্রদায়ে বসবাসকারীদের সাথে আলোচনা করা হবে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নির্ধারণ করার জন্য প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের নিম্নলিখিত মানদন্ডগুলো গ্রহণ করবে।

১. সংশ্লিষ্ট (নিজেদের) গোষ্ঠী দ্বারা আদিবাসী মানুষ হিসেবে সনাক্তকরণ ।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চাইতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং জীবনচর্চা ভিন্নতর।

৩. দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা অথবা বেশিভাগ জনগোষ্ঠীর ভাষার চাইতে ভিন্ন কোন ভাষায় কথা বললে।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী দ্বারা অভিবাসনের পূর্বে দেশের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসের স্বতন্ত্র ইতিহাস, যদিও অভিবাসন হওয়া বা না হওয়ায় তাদেরকে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করেনা।

পুর্বের আইপিপিএফ এবং আইপিপি পর্যালোচনায় যেসব বিষয়সমূহকে বিবেচনায় আনা হয়েছিল তা হলঃ

১। ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের জাতিগত এবং জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ঠ্য;

২। প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমনঃ পরিবার, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, সামাজিক অপসংস্কার;

৩। এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় সম্প্রদায়ের প্রচলিত নেতৃত্ব পদ্ধতি(হেডম্যান, কাবেরী),

৪। জেন্ডার ইস্যু গ্রহণে আইপিপির সমন্বয় বিধান

৫। ভুমি মালিকানার ধরণ এবং প্রয়োজনীয় জমি প্রাপ্যতা, পুনর্বাসনের প্রস্তাবনার জন্য পরামর্শ;

৬। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে বিরাজমান প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যাশিত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের পরিকল্পনা

৭। প্রকল্পের কার্যক্রম এবং প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ ও অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে ২৯ টি বিদ্যমান আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি গৃহীত "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০" এ ২৭টি গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের একটি প্রকাশনায় ৪৫টি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১,৫৮৬,১৪১ (এর মধ্যে পুরুষ ৭৯৭,৪৭৭ এবং নারী ৭৮৮,৬৬৪)। আবার বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩ মিলিয়ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মানুষের বসবাস, এবং শতকরা অংশ মোট জনসংখার ১-২ ভাগ। একটি বড় অংশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমানায় অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বাস করেন। এর বাইরে দিনাজপুর, রাজশাহী, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী-বরগুনা-কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং যশোর ও খুলনায় অল্প সংখ্যক বাস করেন।

RELIP কভারেজ অঞ্চলের প্রধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হ'ল:

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নাম	**জেলাসমুহ**
ত্রিপুরা , রাখাইন	বরিশাল, পিরোজপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম
সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা, মালো , মাহাতো , পাহাড়ি , রাজবঅংশি, টেলি, মাহালী	দিনাজপুর, লালমনিরহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ, মাগুরা, ঝিনাইদহ, লক্ষ্মীপুর
রাজবংশি, খাসিয়া, মেইথেই, মনিপুরি , পাত্র , পাহাড়ী এবং ত্রিপুরা	সিলেট, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, পটুয়াখালী, নওগাঁ, খুলনা, নীলফামারী
গারো , কোচ বর্মণ , হাজং, বানাই, হাদি	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা

এসইভিডিসিএফ এর লক্ষ্য অর্জন মুলত নির্ভর করে প্রকল্প নির্বাচন,পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে এইসকল কমিউনিটির মানুষের অংশগ্রহণ এর উপরে। এসইভিডিসিএফ বিনির্মাণের জন্য এসডিএফ সংগঠন জনগোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ

এবং একইসাথে বিজ্ঞ মানুষদের সাথে পরামর্শ করবে। কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি সুকাঠামো রুটিন অনুসরণ করে এসডিএফ নিয়মমাফিক ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সাথে কথা বলবে।

অভিযোগসমুহ প্রতিকারের লক্ষ্যে এসডিএফ-এ একটি তিন স্তর বিশিষ্ট জিআরএম (গ্রিভিয়েন্স রেডরেস মেকানিজম) থাকবে। এই স্তরের প্রথমেই থাকবে প্রধান কার্যালয়, এরপর আঞ্চলিক কার্যালয় এবং সবশেষে থাকবে জেলা/মাঠপর্যায়ের কার্যালয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি তিন্ থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ কমিটি থাকবে। মাঠ পর্যায়ের কমিটি একজন সদস্য প্রকল্পের সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এসডিএফ এই প্রকল্পের নির্বাহী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এসইভিসিডিএফ বাস্তবায়ন এবং এর পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দায়বদ্ধ থাকবে। কার্যনির্বাহী পরিচালক প্রায়োগিক স্তরে কাজটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার দলসমেত দায়ী থাকবেন এবং এই কাজে তিনি বিভিন্ন ইউনিট থেকে সহায়তা পাবেন (যেমনঃ সুশাসন এবং জবাবদিহিতা, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি)। এসইভিসিডিএফ এর জন্য এসডিএফ ট্রাস্ট সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ কাউকে নিয়োগ দিবে। মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর জন্য এসডিএফ দায়ী থাকবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রকল্পের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ডাটাসমুহ একত্রীকরণ করবে। প্রক্রিয়াটি এসডিএফের মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ছয়-মাসিক রিপোর্টিং এর ভিত্তিতে একযোগে পরিচালিত হবে এবং এগুলো যথাসময়ে ব্যাংকের সাথে বিনিময় করা হবে।